দৈনিক বাংলা

17

তারিখ ... 14 MAR 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ .....

ঢাকা ভার্সিটি হলে ছাত্রদল কর্মী খুন ঃ আহত ৪

গুলিতে নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরিফ —দৈনিক বাংলা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলে বুধবার ভোর রাতে একজন ছাত্র নিহত হয়েছেন। তার নাম আরিফ। তিনি বাংলা তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এসময় দুর্বৃত্তদের এলোপা-তাড়ি গুলিতে আরও ৪ জন ছাত্র এবং একজন বহিরাগত আহত হয়েছেন।

নিহত ছাত্র আরিফ ছাত্রদলের কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে। ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, তার হত্যাকান্ড ও কয়েকজন আহত হবার ঘটনা ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ।

পুলিশ জানিয়েছে, গত এক মাস থেকে ছাত্রদলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি হলে ছাত্রদল কর্মী খুন ঃ আহত ৪

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চলছে। এই কোন্দলের জের হিসাবে ছাত্রদলের বাবু গ্রুপ বুধবার ভোর রাত সাড়ে ৪টার দিকে প্রতিপক্ষ টিটো গ্রুপের নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু হলে আক্রমণ করে। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় ২৫/৩০ জন ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। তারা জসীমউদ্‌দীন হলের পেছনের পুকুরের পাড় দিয়ে হলে প্রবেশ করে বলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কয়েকজন সদস্য বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনা জানার জন্য বঙ্গবন্ধু হলে যান। এসময় কতিপয় আবাসিক ছাত্র নিজদেরকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবী করে জানান যে, দুই গ্রুপের মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে উত্তেজনা ছিল। আরিফকে তারা রাইফেল নিয়ে তার ৩০৫ নম্বর কক্ষ পাহারা দিতে দেখেছেন বলেও দাবী করেন। নিহত আরিফের ঘাড়ে, বুকে ও পাঁজরে ৪টি বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। প্রত্য-ক্ষদর্শীরা আরিফ আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করেছেন কিনা তা জানাতে পারেননি। তবে আক্রান্ত আরিফের 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার তারা শুনেছেন বলে জানান।

অন্য একটি সূত্র জানায়, প্রতিপক্ষ বাবু গ্রুপের কর্মীরা আরিফের কাছে তার রাইফেলটি দাবী করে। আরিফ রাইফেল না দিয়ে তাদের দিকে গুলি ছোড়ার প্রস্তুতি নেয়। এসময় আক্রমণকারী যুবকরা তাকে লক্ষ্য করে ৪টি গুলি ছোড়ে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়।

এর কিছুক্ষণ পর ভোর সোয়া ৫টার দিকে আক্রমণকারীরা প্রতিপক্ষ গ্রুপের কর্মীদের খুঁজতে থাকে। এসময় তাদের এলোপাতাড়ি গুলিতে বিপ্লব, লিটন, শফিক, সুজন ও শামসুল নামের ৫ জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হন। এদের কারও হাতে, কারও পায়ে গুলি বিদ্ধ হয়েছে। আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত আরিফকে হলের কয়েকজন ছাত্র সকাল ৬টার দিকে লেপ দিয়ে মুড়ে হলের গেটে রাখেন। এবং পরে হলের কর্মচারীরা তাকে হাসপাতালে পাঠায়। এই সময়ের মধ্যে হল কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা হলে আসেননি বলে আবাসিক ছাত্ররা জানান।

নিহত আরিফের পরিচয়

নিহত আরিফের পুরো নাম আরিফ হোসেন খান। তার পিতার নাম, শুকুর আলী। বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার মুরাদিয়া পূর্বপাড়ায়। একটি সূত্র জানায়, নিহত আরিফ তারই সহপাঠী বাংলা তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করতেন। সম্প্রতি তার বাগদানও সম্পন্ন হয়েছে।

হাসপাতালে হৃদয়বিদারক দৃশ্য

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপা-তালে আরিফের ময়না তদন্ত যখন হচ্ছিল তখন তার হবু স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন। কখনওবা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবাইকে, প্রশ্ন করছিলেন—কেন এমন হলো? আমি তার এত কাছের হয়েও এসবের কিছুই জানতে পারলাম না কেন—বলে চিৎকার করছিলেন। তার কান্নায় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

পুলিশী তল্লাশি

হল দখল, গোলাগুলি ও একজন নিহত হয়ে যাওয়ার পর সকালে পুলিশ বঙ্গবন্ধু ও কবি জসীমউদ্দিন হল তল্লাশী করে। তারা দুটি ককটেল ছাড়া কোন অস্ত্র বা কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

মামলা

নিহত আরিফের বন্ধু রফিকুল আজম খান বাদী হয়ে এ ব্যাপারে রমনা থানায় কামরুজ্জামান রতন, বুষ্টার মানিক, ন্যাটা বাবু, ক্যাপ সোহেলসহ ২২ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

প্রোভিসির সভাপতিত্বে কর্তৃপক্ষের জরুরী সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফে-সর শহীদউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার সকল হলের প্রভোস্ট প্রক্টর ও শিক্ষকদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ক্যাম্পাসে পুলিশী নিরাপত্তা জোরদারের আহবান জানানো হয়।

শিক্ষক সমিতির জরুরী সভা

শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সভায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে অবিলম্বে এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত-দের গ্রেফতার করার দাবী করা হয়। সভায় শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়। শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী সমিতির কার্যকর পরিষদের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ

ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে একজন ছাত্র খুন ও ৫ জন আহত হবার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন।

ছাত্রলীগ (শা-পা) বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে এক সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামিম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, বাহাদুর বেপারী, সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্যাম্পাসের শান্ত পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য বিরোধীদল চক্রান্ত করে দলীয় ক্যাডারদের ক্যাম্পাসে সমাবেশ ঘটি-য়েছে। তারা বলেন, যার পরিমাণে আজ ক্যাম্পাস অশান্ত হয়ে ওঠেছে। তারা ক্যাম্পাসের পরিবেশ নষ্টকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানান।

এছাড়াও ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য পৃথক পৃথক বিবৃ-তিতে হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করেছে।

ক্যাম্পাসের সর্বশেষ অবস্থা

ক্যাম্পাসের অবস্থা থমথমে। বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রদলের বাবু গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ক্যাম্পাসে বহু পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।